সংবাদ

তারিখ ... 16/7/83 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ১ ...

051

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘরবাড়ী

আকাশে মেঘ জমতে দেখলে স্কুলের ছুটি। একটা/দুটো নয় বগুড়ায় আদমদীঘি থানার মোট ছেষট্টিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ত্রিশটি বিদ্যালয়ের জন্য মেঘ দেখে ছুটি দেয়ার নির্দেশ নাকি দিয়েছেন স্থানীয় থানা শিক্ষা কর্মকর্তা। বিদ্যালয়গুলোর শোচনীয় হাল দেখেই যে তিনি এমন নির্দেশ দিয়েছেন তা পত্রিকার রিপোর্ট (সংবাদ, ২৬শে আষাঢ়) পড়েই বোঝা যায়। শিক্ষা কর্মকর্তার নির্দেশ মোটেই অযৌক্তিক নয়। বর্ষা-বাদলে ভিজে জবজবে হয়ে আর যাই করা যাক না কেন, পড়া ও পড়ানো যায় না। একটা থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট ছেষট্টি। তার মধ্যে ৪৯টির ঘর পড় পড় অবস্থা। এমন অবস্থাসম্পন্নদের ভেতর ত্রিশটির হাল প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তিনটির লম্বা ছুটি চলছে। বাকী থাকে ১৭টি। এগুলোর এখনো ক্লাস বন্ধ রাখার অবস্থা দেখা দেয়নি হয়তো কারো কারো বরাত জোরে। সব মিলিয়ে যা দাঁড়ায় তা হলো থানার মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা যত তার চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ এমনি অবস্থায় পৌঁছেছে যে, সেগুলোতে বসে থাকার অর্থ বিপদের ঝুঁকি নেয়া। ঝড় হলে ঘরচাপা পড়ার ভয়। আর বৃষ্টি নামলে ভিজে অসুখে পড়তে হবে।

আদমদীঘি থানার মতো শোচনীয় অবস্থা যে সবখানে তা বলি না। হয়তো কোনখানের অবস্থা এর চেয়ে ভাল, কোথাও বা আরো খারাপ। সব মিলিয়ে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা নিকেতনগুলোর সামগ্রিক যে রূপ-ছবি তাতে মলিনতার ছাপ অতি স্পষ্ট। রাজধানী ঢাকা নগরী যেখানকার অবস্থা সব চেয়ে ভাল হওয়ার কথা সেখানে এমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নয় যেগুলোতে বসে লেখাপড়া করা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে মফস্বলের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর খবরাখবর কম ছাপা হয় না। শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সেগুলো এড়িয়ে যেতে পারে না এই ধারণা নিয়েই বলতে চাই অবস্থার প্রতিকারে জরুরী উদ্যোগ নেয়ার সময় এসে গেছে। ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়তে হলে তাদের শিশুকালের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি বেশী মনোযোগ দিতে হয়। উন্নত দেশগুলোতে তাই-ই করা হয়ে থাকে। কেননা, শিক্ষার ভিত গাড়ার জন্য এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। স্কুল-পাঠশালায় লেখাপড়া যদি নিয়মিত চলে তাহলেই সময়ের সদ্ব্যবহার হতে পারে। এমনিতে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্ধারিত ছুটির মাত্রা খুব বেশী। তার উপর জরাজীর্ণ স্কুলঘর যদি বসার অনুপযুক্ত হয় এবং ঝড়-বৃষ্টির ভয়ে সেগুলো দিনের পর দিন বন্ধ থাকে তাহলে লেখাপড়ার জন্য কতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে সেটা কর্তৃপক্ষ চিন্তা করলেই বুঝবেন।

ছোট ছেলে-মেয়েদের অমূল্য সময় এভাবে নষ্ট হতে দেয়ার ফল জাতির জন্য কত ক্ষতিকর সেটা বিবেচনা করেই সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা নির্ণয়ের জন্য অবিলম্বে দেশব্যাপী একটা জরিপের ব্যবস্থা করেন। তাহলেই একটা পরিষ্কার ধারণা নিয়ে কাজে হাত দেয়ার সুবিধা হবে। বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের এই কাজ মোটেই ছোট নয়। দেশের প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সাড়ে ছত্রিশ হাজারেরও বেশী সরকারী। এগুলোর অর্ধেক মেরামতেও বহু অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থের সংস্থান এখনই করে স্কুলগুলোর চেহারা রাতারাতি পাল্টে দিতে হবে এমন অবাস্তব কথা বলতে চাইনে। শুধু বলি পর্যায়ক্রমে হলেও এই অতি দরকারী কাজটা সরকার সেরে ফেলুন। আর দরকারী কাজ টাকার অভাবে চিরকাল পড়ে থাকবেই বা কেন? শিক্ষার প্রসারে সরকার নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করছেন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য নতুন উদ্যোগ নিতে যাচ্ছেন এমন কথাবার্তা যখন বলা হচ্ছে তখন গোড়ার কাজটা সরকার ফেলে রাখবেন না বলেই সবাই আশা করে।